ক্রোধ দমন
নূর অর্জন

মূল

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফবিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা– ১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫, ০১৭৪৪২২৬৫৩৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্‌র খাস বান্দাগণের তিনটি আলামত	১৩
ক্রোধ-শক্তির মূলোৎপাটন নয় বরং উহার দমন ও নিয়ন্ত্রণই কাম্য	১৩
মনের কুচাহিদার উৎপাটন নয়, বরং কুচাহিদা মোতাবেক কাজ না করাই কামিয়াবীর পথ	১৪
কুচরিত্রের মূল-শক্তির বিনাশ নয়, বরং উহার রোখ পরিবর্তনই উদ্দেশ্য	১৫
১নং হাদীস : যেই পরিমাণ গোস্বা হযম করিবে, অন্তরে সেই পরিমাণ নূর পয়দা হইবে	১৬
আল্লাহ্‌র জন্য গোস্বা করণ ও আল্লাহ্‌র জন্য গোস্বা দমন	১৭
২নং হাদীস : গোস্বা দমনের পুরস্কার পরমা সুন্দরী হূর	১৭
তৃতীয় হাদীস : কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রাপ্য হক্ আদায়	১৮
৪র্থ হাদীস : ক্ষমার বিনিময়ে জান্নাতের মধ্যে সুউচ্চ মহল ও মর্যাদা	১৮
৫ম হাদীস : ক্রোধ ঈমানের নূর ও মাধুর্য ধ্বংস করিয়া দেয়	১৯
৬ষ্ঠ হাদীস : ক্রোধ দমনের ফলে কেয়ামতে আল্লাহ্‌র আযাব দমন	২০
৭ম হাদীস : প্রিয় নবীর আওয়াজের আছর	২১
বুযুর্গদের সোহ্‌বতের বরকতে জীবনের মোড় পরিবর্তন	২১
হাকীমুল-উম্মতের থানাভবনে কত অমানুষ মানুষ হইল	২২
উম্মতের সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে এক বিস্ময়কর বায়আত	২২
হযরত হাকীমুল-উম্মতের নিকট কি দৌলত পাইলেন বিখ্যাত জৌনপুরী কবি	২৩
আল্লাহ্‌র ওলীদের সোহ্‌বতের বরকতে তক্‌দীর বদলাইয়া যায়	২৫
মক্‌বূল বান্দার সহিত উঠা-বসাকারীও মক্‌বূল হইয়া যায়	২৫
সোহবতের তাছীর বা (সাহচর্যের প্রভাব)	২৬
মোর্শেদ কেন প্রয়োজন	২৭

বিষয় পৃষ্ঠা

হযরত আবূ-বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর শিক্ষণীয় ঘটনা ২৮
হযরত ইমাম যয়নুল-আবেদীন (রাঃ) ও তাঁহার বাঁদীর বিস্ময়কর ঘটনা ২৯
শায়খুল-হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব (রঃ)-এর ঘটনা ৩০
যার জ্ঞান-বুদ্ধি যতটুকু, তাহাকে তদপেক্ষা বেশীর জন্য
দায়ী করা অনুচিত ৩১
গোস্বাগ্রস্ত লোক শয়তানের ভূমিকা পালন করে ৩২
তোমার দোষ চিহ্নিত করিবেন তোমার দ্বীনী মুরব্বী ৩২
বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ) কর্তৃক
এক কৃষকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ৩৩
ক্ষমা প্রার্থনার নগদ পুরস্কার ঃ
স্বপ্নে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর যিয়ারত ৩৪
আমাদের স্ত্রীরাও তো কাহারও মেয়ে ৩৪
মুরগীদের কষ্টের ফলে শতাব্দীর মোজাদ্দেদের উপর
আসমানী প্রতিক্রিয়া ৩৫
জানোয়ারকে কষ্ট দেওয়াও যুলুম ৩৬
উৎকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে পরিবার-পরিজনের সহিত সদাচারী ৩৬
স্ত্রীলোকেরা উত্তম স্বামীর উপর প্রবল হইয়া থাকে ৩৮
স্ত্রীকে ক্ষমা করার ফলে আল্লাহ্পাকের ক্ষমা লাভ ৩৮
স্ত্রীদের পক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্র সুপারিশ ৩৯
উক্ত ক্ষমাকারী স্বামীর চিরস্থায়ী ক্ষমা লাভ ৩৯
গোস্বার আগুন হযম করিয়া আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ ৪০
ওলীদের কারামত বরহক ৪০
বোখারী-শরীফে বর্ণিত এক ওলীআল্লাহ্র কারামত ৪০
ওলীর জন্য কারামত জরুরী নয় ৪২
হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ) এর শ্রেষ্ঠ কারামত ৪৩
স্ত্রীর জ্বালাতন সহ্য করার ফলে সুউচ্চ মর্তবা লাভ ৪৩

বিষয় পৃষ্ঠা

আল্লাহ্পাক যাকে কোন বিশেষ নেআমত প্রদান করেন,
তাহাকে কোন না কোন কষ্ট সহাইয়া নেন ৪৫
হযরত মির্যা মাযহার জানে-জানাঁ (রঃ)-এর
এক কটুভাষিণীর সহিত বিবাহ বন্ধন ৪৭
এস্তেকামত বড় দৌলত ৪৮
গোস্বার আগুন শয়তানের কাণ্ড ৪৯
গোস্বার সর্বনাশা কীর্তি ৫০
গোস্বার পরিণামে সংসারে আগুন জ্বলিতেছে ৫০
গোস্বা ভাল লোককেও শয়তানের গুরুঠাকুর বানাইয়া দেয় ৫৩
বোখারী শরীফ পড়িলেই কি আত্মসংশোধন হইয়া যায় ৫৩
দ্বীনের ছহীহ্ বুঝ হাসিলের জন্য জন্য ওলীদের সোহ্বত অপরিহার্য ৫৪
ওলীর সহিত সম্পর্কের অর্থ কি হাদিয়া ও নয্রানা প্রদান ৫৫
গোস্বার কতিপয় প্রতিকার ৫৫
জান্নাতের রত্নভাণ্ডার ৫৬
ক্রোধ দমনের তদবীর ৫৭
প্রতিশোধ গ্রহণকারী ওলী হইতে পারে না ৫৮
আর একটি মহোপকারী তদবীর ৫৯
ক্রোধ দমনের অমূল্য মোরাকাবা ৫৯
হযরত হাকীমুল-উম্মতের বাতলানো মোরাকাবা ৬০
ক্রোধ দমনের মূল্যবান ওযীফা ৬০
ইয়া আর্হামার-রাহিমীন পাঠের বহুমুখী উপকারিতা ৬০
ওলীর সোহবতের বরকতে সহজ রাস্তার বুঝ নসীব ৬৩
গোস্বা প্রশমনের জন্য আয়াতের আমল ৬৪
নেক্ মানবদের আলামত ৬৪
যাহার মালিক সর্বশক্তিমান, তাহাকে দুর্বল মনে করা কি সমীচীন ৬৫
আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ফিকিরকারীরা গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে ৬৬
হযরত মূসা (আঃ)-এর শক্তি ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত ৬৬

বিষয় পৃষ্ঠা

নিশ্ছিদ্র পাথরের মধ্যে যিকিরে মশগুল কীট ৬৭
জ্বালাতনকারী বকরীর প্রতি হযরত মূসা (আঃ)-এর দয়া ও ধৈর্য ৬৭
নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর ধৈর্য দেখিয়া
ইংরেজও অভিভূত ৬৯
প্রিয় নবীর সোহ্বতের বরকতে উষ্ট্রচারক জাতি জগতের দিশারী ৭০
হযরত ওমর (রাঃ)-এর গোস্বার গতি বদল ও বিনয় ৭১
আল্লাহ্র ভয়ে হযরত ওমর (রাঃ) ছোটর সম্মুখে কিরূপ
ছোট হইয়া গেলেন ৭১
আল্লাহ্র ভয়ে হযরত ওমর (রাঃ) ভিস্তির বেশে ৭২
এস্তেগফারের বরকতে আযাব রহিত ৭৩
কোন ভুল-বিচ্যুতি ঘটিয়া গেলে অবিলম্বে তওবা-এস্তেগফার ৭৪
গোস্বার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকিবে ৭৫
সর্বশেষ আরয ৭৫
আল্লাহ্পাকের নিকট দোআ ও মুনাজাত ৭৬
ক্রোধ সম্পর্কিত দুইখানা হাদীছ শরীফ ৭৭
ক্রোধগ্রস্ত লোক চার প্রকার ৭৭
হযরত হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা শাহ্
আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর বাতলানো ক্রোধের প্রতিকার ৭৮
ক্রোধ দমনের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র ৮০

ক্রোধ দমন

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

আল্লাহ্‌র খাস্ বান্দাগণের তিনটি আলামত

আল্লাহ্‌পাক এই আয়াত-শরীফে তাহার খাস্ বান্দাগণের তিনটি আলামত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

১—যাহারা গোস্বা সংবরণ ও দমন করে,

২—আমার বান্দাগণের দোষত্রুটি ক্ষমা করিয়া দেয়,

৩—এবং শুধু ক্ষমাই করেনা বরং তাহাদের প্রতি কিছু এহ্‌সান ও দান-দাক্ষিণ্যও করে। এ সকল গুণের অধিকারী বান্দাগণ আল্লাহ্‌পাকের মাহ্‌বূব ও প্রিয়পাত্র।

ক্রোধ-শক্তির মূলোৎপাটন নয় বরং উহার দমন ও নিয়ন্ত্রণই কাম্য

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্‌পাক গোস্বাকে দমন ও সংবরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু উহার মূলোৎপাটনের হুকুম করেন নাই। অর্থাৎ গোস্বা আসিলে তাহাকে দমাইয়া রাখিবে; বাস্তবায়িত করিবেনা। কিন্তু এই কথা বলেন নাই যে, গোস্বাকে অন্তর হইতে সমূলে বিনাশ করিয়া দাও। ক্রোধ-শক্তিকে সমূলে বিনাশ করা যদি উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌পাক الكاظمين الغيظ এর স্থলে العادمين الغيظ (অর্থাৎ গোস্বা সংবরণের স্থলে উৎপাটনের কথা) নাযিল করিতেন।

মুফাচ্ছিরগণ বলিয়াছেন ঃ ইহার কারণ এই যে, গোস্বাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায় নহে। কারণ, অন্তরে যদি রাগ-রোষ বা ক্রোধ শক্তি একেবারেই না থাকে তবে কাফেরদের সহিত মোকাবিলার সময় কোন্ শক্তির বলে জেহাদ করিবে? কিরূপে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর হইতে পারিবে? বস্তুতঃ আল্লাহ্পাক নিজেই মানুষের মধ্যে গোস্বা-ক্রোধ দিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাহা ব্যবহার করা যায়।

যেমন, দ্বীনের দুশমনদের সঙ্গে যদি যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন আল্লাহ্র দুশমনদের বিরুদ্ধে এই শক্তির খুব সদ্ব্যবহার করিবে। কাফেরদের সহিত যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হইয়া যদি কেহ এই কথা বলে যে, এই নিকৃষ্ট অধম নালায়েক বান্দা আপনাদের দরবারে হাযির, তবে ইহা কি তাহার জন্য সমীচীন হইবে? এরূপ বিনয় ও নরম উক্তি সেখানে সম্পূর্ণ হারাম। সেক্ষেত্রে বরং সদর্পে-সগর্বে শির উঁচু করিয়া এই ঘোষণা দিবে যে, "আছে কোন যোদ্ধা যে আমার সহিত শক্তি পরীক্ষার হিম্মত রাখে? যদি থাক তবে আস, মোকাবিলা কর।"

কিন্তু যে গোস্বা শুধু নিজের জন্য, মনের জিদ ও ঝাল মিটাইবার জন্য, আল্লাহ্র পেয়ারা বান্দাগণ সেখানে গোস্বাকে হযম করিয়া ফেলেন, দমাইয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখেন। বস্তুতঃ গোস্বার অশ্বকে যাহারা নিয়ন্ত্রণে রাখিতে সক্ষম হয়, তাহারা আল্লাহ্পাকের মহব্বতের পাত্র ও রহমতের উপযুক্ত হইয়া যায়।

মনের কুচাহিদার উৎপাটন নয়, বরং কুচাহিদা মোতাবেক কাজ না করাই কামিয়াবীর পথ

আবার কিছু লোক এমনও আছে যাহারা মনের বুরা খাহেশ, ওয়াস্ওয়াসা, গোস্বা প্রভৃতি দমন করিবার জন্য ওযীফা তালাশ করে, যাহাতে অন্তরের মধ্যে কোন প্রকার বুরা খেয়াল, বুরা খাহেশ পয়দাই না হইতে পারে। অর্থাৎ 'বাঁশও না থাকুক, বাঁশীও না বাজুক' অবস্থা। এরূপ চিন্তা-ভাবনা আসলে অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রসূত। কারণ, মোমেনের কামিয়াবী তো ইহাতেই নিহিত যে, তাহার অন্তরে কুখেয়াল, কুচিন্তা, কুখাহেশ পয়দা হইবে বটে, কিন্তু আল্লাহ্কে রাযী-খুশী করার জন্য সে তাহার ঐ সকল কামনা-বাসনা, আবেগ-আর্যূকে খুন করিতে থাকিবে। দেখুন, আপনার জন্য যে যত বেশী কষ্ট সহ্য করে, আপনি তাহাকে তত বেশী ঘনিষ্ঠ দোস্ত বলিয়া মনে করেন।

অতএব, মনের খেয়াল ও খাহেশাতের নিকট পরাজয় বরণ করা কিংবা এরূপ কামনা করা যে, মনের মধ্যে কোন প্রকার কুচিন্তা কুখেয়াল যেন একেবারেই না জাগে এবং না থাকে, ইহার অর্থ ত এই হয় যে, আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য আমরা কোন রকম কষ্ট স্বীকার করিতে রাযী নই। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র মহব্বতের দাবী করার কোন অর্থ নাই, কোন মূল্য নাই। এমন দাবী অর্থহীন, মূল্যহীন। মহব্বতের হক ত এই যে, যাহাকে তুমি মহব্বত কর সেই মাহবূবকে রাযী-খুশী করার জন্য, তাহার মন জয় করার জন্য সর্বদা সর্ব প্রকার কষ্ট স্বীকারে তোমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অতএব, মূলগত ভাবে অন্তরের মধ্যে গুনাহের তাকাযা বা আগ্রহ বিদ্যমান থাকার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাকাযা যদি সমূলে ধ্বংস হইয়া যায় তবে হালাল রাস্তায় বিবির হক্ আদায় করারও কোন উপায় থাকিবে কি? অতএব, তাকাযার মূলোৎপাটন নয় বরং উহার অন্যায় ব্যবহার হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তাকাযাকে অপাত্রে, কুপাত্রে, নিষিদ্ধ পাত্রে, নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেনা। বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে শরীয়তের 'আসল কাম্য'।

কুচরিত্রের মূল-শক্তির বিনাশ নয়, বরং উহার রোখ পরিবর্তনই উদ্দেশ্য

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদে-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন ঃ কুস্বভাব-কুচরিত্রের মূল শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া মাকছূদ নয়, বরং মাকছূদ হইল উহার রোখ পরিবর্তন করিয়া দেওয়া।

মনে করুন, কাহারও মধ্যে প্রবল রূপে গোস্বা বিদ্যমান। যতদিন পর্যন্ত সে নিজের এছ্‌লাহ্ ও সংশোধন করে নাই ততদিন সে স্বেচ্ছাচারিতামূলক যত্রতত্র গোস্বা প্রকাশ করিত, গোস্বার বশীভূত হইয়া মন্দ-শক্ত বলিয়া বসিত, সীমালংঘন করিয়া ফেলিত। কাহারও দ্বারা কোনরূপ কষ্ট পাইলে ধৈর্য্য হারাইয়া একটা কিছু ঘটাইয়া বসিত। কিন্তু, এছ্‌লাহের পর তাহার গোস্বার রোখ বদলাইয়া গেল। এখন তাহার অবস্থা এই যে, কোথাও আল্লাহ্‌র নাফরমানি হইতে দেখিলে তাহার গোস্বা আসে, আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে তাহার মন ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। নফ্‌স্ যদি পাপের তাকাযা করে তবে নফ্‌সের উপর গোস্বার বাস্তবায়ন করে। বলে যে, হে নফ্‌স্! খবরদার, কিছুতেই আমি তোকে পাপ করিতে দিবনা। দেখুন, গোস্বা ত এখনও বিদ্যমান আছে,